মূর্ছনা
==============================
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==
suman_ahm@yahoo.com

নববর্ষ

তারাপদ রায়

নববর্ষ মানে নতুন বছর, মানে ইংরেজিতে যাকে বলে নিউ ইয়ারস ডে। সেই ছোট ছেলেটির কথা মনে পড়ে নববর্ষের দিন প্রচুর আমোদ-আহ্লাদ করার পর ঠাকুমাকে যে জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠাকুমা, দৈনিক নববর্ষ হয় না কেন ?

দৈনিক নববর্ষ না হলেও মিশ্র সংস্কৃতির এই কলকাতা মহানগরীতে বাঙালির কিন্তু যেমন পয়লা বৈশাখ আছে তেমনই ইংরেজি নববর্ষ রয়েছে -- ‘হ্যাপি নিউ ইয়ারস ডে’। ইসলামি নতুন বছর রয়েছে, চিনেদের বর্ষশেষের উৎসব রয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে। সেই উৎসবে প্রচুর ধুমধাম হয়। চিনেদের পাড়ায় আলো, বাজি, পটকা, নাচগান, রঙিন মিছিল। এছাড়া পার্সিদের নওরোজ উৎসব। নওরোজ মানে নবদিন। কলকাতায় পার্সির সংখ্যা ক্রমশ কমে গেলেও ধুমধাম, আদর-আপ্যায়ন মোটেই কমেনি।

সেদিক থেকে আমাদের বাংলা নববর্ষ উৎসব তেমন জোরদার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত পারিবারিক অনুষ্ঠান আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে আজকাল কোনও কোনও পাড়ায় ম্যারাপ বেঁধে মঞ্চের ওপরে ধুমধাম করে নতুন বছরের অনুষ্ঠান হয়।

একদা, মনে আছে, দক্ষিণ কলকাতায় একটি বড় সিনেমাহলে দিগ্বিজয়ী গায়কেরা, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমবেত হতেন। দু-একটা পাড়াতেও সন্ধ্যাবেলা জলসা হত। তবে কালবোশেখির ভয় ছিল। বহু উজ্জ্বল সায়াহ্ন পণ্ড হতে দেখেছি। মণ্ডপের সামিয়ানা ঝোড়ো বাতাসে কাটা ঘুড়ির মতো উড়ছে। অবশ্য দু-একটা ক্রীড়াসংঘে বার্ষিক উৎসব সকালবেলা থেকে শুরু হয়। অনেক রাজনৈতিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠানও ভোররাত্রে প্রভাতফেরি দিয়ে নববর্ষের অনুষ্ঠান শুরু করে এবং সন্ধ্যার আগেই গুটিয়ে ফেলে।

অনেকেই পুরোনো দিনের কথা বলে, কাল্পনিক স্মৃতিকথা বলে, বাল্যকালের নববর্ষের কথা বলে। কিন্তু এসব নেহাতই মিথ্যা রোমন্থন। প্রকৃত অর্থে কোনও জাবর নেই। শুধু চিবিয়ে যাওয়া।

আসল কথা এই যে, নববর্ষ কোনওদিনই বাঙালির জাতীয় উৎসব ছিল না। যখন কেউ বলে, বাটি ভর্তি পায়েসান্ন, আস্ত একটা কচি পাঁঠা, একঝুড়ি জনাইয়ের মনোহরা নববর্ষের খাদ্যের মেনু, তখন স্মৃতিটাকে স্পষ্টতই প্রতারণা করছে।

সবচেয়ে বড় কথা, বাঙালির প্রধান দুই উৎসব ছিল দোল ও দুর্গাপুজো। ইংরেজ সরকারের ছুটির তালিকায় দোল এবং দুর্গোৎসবে দেশের বাড়িতে যাওয়ার পর্যাপ্ত ছুটির বন্দোবস্ত ছিল। চৈত্র শেষে ইস্টারের ছুটি। তার মধ্যেই পয়লা বৈশাখ দায়সারাভাবে ঢুকে থাকত।

এদিকে ওরই পিঠোপিঠি চৈত্র সংক্রান্তি, নীলপুজো, ঢাকের আওয়াজে 'জয় বাবা তারকনাথের শ্রীচরণে' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে থাকত। আর একটা মুসলমানের অনুষ্ঠান মহরমের 'হায় হাসান, হায় হাসান' হাহাকার বেশ কয়েকদিন ধরে চলত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বালক ও কিশোরেরা লাঠি হাতে সেইসব দীর্ঘ মিছিলে যোগ দিত। কয়েকশো বছর আগে আরব দেশের এক করুণ কাহিনী পূর্ববঙ্গের জোলো হাওয়ায় এখনও ভেসে বেড়ায়। কলকাতায় যেমন দেখি, পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রামে মহরম মানে এরকম শৌর্যবীর্যের প্রদর্শনী ছিল না।

যা হোক, বাংলা নববর্ষের কথায় ফিরে আসি। পুজোর সময় যেমন সকলের জন্য নতুন জামাকাপড় হয় সেটা সম্ভব হত না। আমাদের বাড়ির অবস্থা তেমন অসচ্ছল ছিল না। কিন্তু নববর্ষে নতুন কাপড়ের বিশেষ চল ছিল না। তবে নতুন বছরে ভাল খাওয়া-দাওয়া হত। দু-একজন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন আসতেন। তবে খুব একটা হইহল্লা, গানবাজনার কথা মনে পড়ে না। তা না হোক, খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে ময়দার বড় বড় লুচি, চিতল মাছের পেটির ঝোল, কচি আমের অম্বল, কালো জিরে চাল দিয়ে ঘন পায়েস -- সেদিন দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের স্বাদ প্রায় ষাট বছর পরেও ভোলা গেল না।

পয়লা বৈশাখে আর কিছু মনে পড়ে না ?

মনে পড়ে, আদিগন্ত রক্তলাল পলাশ, পায়ের নীচে নরম বকুল, বাইরের উঠোনে একটা বুড়ো গন্ধরাজ গাছ ফুলে ফুলে, গন্ধে গন্ধে থইথই করছে।

এরপরে নববর্ষ নিয়ে এখন আর কোনও গল্প হয় না। নববর্ষের দিন সকালে স্নান করে গুরুজনদের প্রণাম করা অভ্যেস ছিল। সেই গুরুজনেরা এখন আর ধরাধামে কেউ নেই। গত বছর পয়লা বৈশাখে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়েছিলাম। দুর্বার ভিড়। আমার মতোন স্থূল ব্যক্তির সেখানে প্রবেশ করা কঠিন। নিরাশ মনোরথ হয়ে ফিরে আসছি, এক ভিখিরি হাত পাতল, 'আর একটা টাকা দিন।' মন্দিরে দক্ষিণা বাবদ

দশটা টাকা আলাদা করে রেখেছিলাম। সেই টাকাটা হাতে নিয়ে আমি ভিখিরিকে বললাম, ‘একটা নয় আমি তোমাকে দশ টাকা দেব।’ ভিখিরি বাধা দিয়ে বলল, ‘না, আপনি এক টাকা দিন।’ আমি জিজ্ঞাসা করি, ‘দশ টাকায় অসুবিধা কী ?’ ভিখিরির প্রসন্ন উত্তর, ‘দশ টাকা চাইলে তো আপনি দেবেন না, তাই এক টাকাই চেয়েছি।’

||মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত||ই-বুক||

Murchona
Sumbol of Music

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com